পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি,
রাজ্য কাউন্সিল সভা

মঞ্চ :- মঞ্চ:- কমরেড পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, সুজিত কুমার ঘোষ, কমরেড বিশ্বজিৎ দাস শর্মা।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন
১৯ শে জানুয়ারি ২০২৫

কমরেড সভাপতি, কমরেড,

প্রথম রাজ্য কাউন্সিল সভা ১ লা অক্টোবর ২০২৩ এর পর আজ ১৯ শে জানুয়ারি ২০২৫ দ্বিতীয় "রাজ্য কাউন্সিল" সভায় আমরা মিলিত হয়েছি। এর মধ্যবর্তী সময় আমরা আসানসোলে "বর্ধিত অধিবেশনে" -এ মিলিত হয়েছিলাম।

চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন থেকে আজ পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে গোটা রাজ্যের কলেজ শিক্ষাকর্মী আন্দোলন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা আমরা বারে বারে বৃহত্তর পরিসরে আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। সমস্যা কোথায় , থাকলে কিভাবে তা সমাধান করা যায়। নিরন্তন প্রচেষ্টা জারি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে কারণ এই সময় ভয়ংকর সংকটের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

রাজ্যে পালা বদলের পর এবং কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিশু শিক্ষা সহ সমগ্র স্তরে শিক্ষায় গভীর সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল। আজ সেটা প্রকট আকার ধারণ করেছে। উদারনীতির হাত ধরে শিক্ষার উপর যে আক্রমণ শুরু হয়েছিল আরএসএস- বিজেপি শাসনে আজ সেটা নতুন মাত্রায় নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। সাম্প্রদায়িক বিজেপি হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক এজেন্ডা কে কার্যকর করার জন্য দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খোল নলছে বদলে দিয়ে শিক্ষায় কেন্দ্রীয় করণ, বেসরকারিকরণ, ও বাণিজ্যিকীকরণ করার লক্ষ্যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি হাজির করেছে যা চূড়ান্ত ভাবে শিক্ষায় বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করবে। জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য কোনোভাবেই সার্বজনীন শিক্ষা নয় বরং শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করাই এর কাজ।

শুধু তাই নয় এই শিক্ষানীতি কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব খেটে খাওয়া মানুষের শিক্ষার অধিকার কে খর্ব করছে না, এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করতে শুরু করেছে। পরিকাঠামো ছাড়াই এই শিক্ষানীতির প্রয়োগ করাই শিক্ষায় সর্বস্তরে পঠন-পাঠনে এক গভীর সংকট তৈরি করেছে। কলেজগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি না করে তিন বছরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স এবং চার বছরের অনার্স সহ রিসার্চ কোর্স চালু করে দেওয়া হয়েছে। এই তিন বছর এবং চার বছরের কোর্সে বিষয়ভিত্তিক ব্যাপকতার কারণে কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে সংকটের মধ্যে পড়ছে কারণ উপযুক্ত ক্লাসরুমের অভাব, শিক্ষকের অভাব , পর্যাপ্ত শিক্ষাকর্মীর অভাব, গবেষণাগারের অভাব ক্রমশই প্রকট হচ্ছে। ছোট ছোট কলেজগুলি পার্শ্ববর্তী কলেজগুলির সঙ্গে চুক্তি করে বিষয়গুলি পড়ানোর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা গভীর সমস্যায় পড়ছে। বাস্তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে চার বছরের সময় সীমায় থাকায় সাধারণ শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে কমছে। ফলে কলেজ গুলিতে ভর্তি যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। আসন সংখ্যা পূরণ করার জন্য মরিয়া রাজ্য সরকার তিন- চারবার ধরে ভর্তির পোর্টাল ওপেন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতেও যথেষ্ট পরিমাণ আসন পূর্ণ হচ্ছে না। সিংহভাগ আসনি ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ রাজ্য সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিদিন সময়ের নিয়মে শিক্ষাকর্মীদের অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে কলেজ গুলিতে ব্যাপক শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ নিত্যনতুন কাজের বোঝা প্রতিদিন বাড়ছে। অধ্যক্ষদের পক্ষ থেকে শিক্ষাকর্মী সংকটের বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে না। পুরো বিষয়টাই

ধামাচাপা পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য কোনোরকম নিয়মনীতি ছাড়াই অস্থায়ী ভাবে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে যাচ্ছে। অথচ অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণের কোন ভূমিকা পালন করছে না। যার ফলে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তুলনায় স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমছে। শুধু তাই নয় শিক্ষার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থার ওপর শিক্ষাকর্মীদের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এইরকম এক কঠিন পরিস্থিতিতে কলেজ শিক্ষাকর্মী মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিসর বিন্দুমাত্র নেই। শিক্ষাকর্মীদের প্রতি রাজ্য সরকারের যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনার প্রতিবাদে সংগঠিত শিক্ষাকর্মী আন্দোলন করতে গেলেই বিভিন্ন ভাবে থ্রেট, হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাকর্মী আন্দোলন যথেষ্ট ভয়-ভীতি মুখে দাঁড়িয়ে। এই প্রতিকুল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে ও গোটা রাজ্যে কলেজ শিক্ষাকর্মী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। কারণ কলেজ শিক্ষাকর্মীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরাই। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য অনেক বেশি। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমাদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষাকর্মীদের অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ,স্বৈরাচারীর শাসকের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে শিক্ষায় অবৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সব অংশের কলেজ শিক্ষাকর্মীদের একই পতাকা তলে আনতে, সব ধরনের প্রক্রিয়া জারি রাখতে হবে।

পাশাপাশি ভাবে শূন্য পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, স্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের পদোন্নতি বন্ধ যা বন্ধ রাখা হয়েছে। স্থায়ী নির্দেশনামা থাকা সত্ত্বেও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক থেকে আপার ডিভিশন ক্লার্কের যাওয়ার সুযোগ থেকে শিক্ষাকর্মীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা বিভিন্ন কারণ দেখে বিলম্বিত করা হচ্ছে।

গোটা রাজ্যের শিক্ষাকর্মীদের এই ভয়ংকর পরিস্থিতি সর্বসাধারণের কাছে নিয়ে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র স্থায়ী -অস্থায়ী-অবসরপ্রাপ্তদের পাশাপাশি কর্মচারীদের সংগঠিত করে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকনির্দেশ করতে হবে। এছাড়া এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

কলেজ শিক্ষাকর্মীদের পাহাড় প্রমাণ এই সমস্যা, সমাধানের জন্য শুধু সংগঠনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। সংগঠনকে শক্তিশালী সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা কর্মীরা, যাতে সংঘটিত না হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে তাদের ব্যস্ত করে রাখার চেষ্টায় প্রশাসন সদা ব্যস্ত কিন্তু সেটা ব্যর্থ করতে হবে। বিকল্প রাস্তায় হাঁটতে হবে। পরিত্রাপের বিষয় আমরা এই দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে পারছি না কাজের অজুহাত দেখিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে আমরা অবহেলা করছি। পান থেকে চুন খসলেই সমালোচনা করতে আমরা কেউ ছাড়ে না। একটা কথা আমরা ভুলে যাই আপনি আচারি ধর্ম অপরে শেখায়।

রাজ্যব্যাপী সংগঠন হলেও মূলত কেন্দ্রীয় কর্মসূচি রূপায়ণে কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। দূরবর্তী জেলাগুলিকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটিত করা যাচ্ছে না আবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে একত্রিত করে উত্তরবঙ্গে শিক্ষা কর্মী আন্দোলনের ব্যাপক কোনো কর্মসূচি ও গ্রহণ করা যাচ্ছে না। বারবার সংগঠনের অভ্যন্তরে এ বিষয়ে চর্চা হলেও উত্তরবঙ্গ জেলা কমিটিগুলির সমন্বয় সাধন ঘটানো যায়নি আগামী দিনের শিক্ষা কর্মী আন্দোলনের স্বার্থে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে একত্রিত করে উত্তরবঙ্গে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে। ব্যর্থতার পাশাপাশি সাফল্যেও আছে। আন্দোলন সংগ্রামের প্রশ্নে পেশাগত আন্দোলনের পাশাপাশ সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সর্বক্ষেত্রে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য দাবি রাখা যায় না জেলা কমিটিগুলির আরেকটু সাহায্য পেলে তা আরো তীব্রতর করা সম্ভব হবে।

এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের সবথেকে আলোরিত যে ঘটনা আর্জি করের চিকিৎসক ছাত্রীর উপর নগ্ন বর্বরচিত আক্রমণ তার প্রতিবাদ প্রতিরোধে কলেজ শিক্ষা কর্মীরা থেমে নেই সীমাবদ্ধ সংখ্যার উপর দাঁড়িয়ে কলকাতার রাজপথে বর্ণ ময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষা কর্মীরা শাসকের চোখ রাঙ্গানিকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পেশাগত দাবি গুলি নিয়ে হোয়াই চ্যানেলে কেন্দ্রীয় সমাবেশ নিশ্চিতভাবে আরেকটি সাফল্যের দাবি করা যায়।

আগামী দিনে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উপর এবং শিক্ষা কর্মীদের উপর যে আক্রমণ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেমে আসছে তাকে প্রতিহত করতে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াতে কলেজ শিক্ষাকর্মীদের পাশাপাশি অস্থায়ী এবং অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষাকর্মীদেরও সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এই নিয়ে যদি আমাদের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি থেকে থাকে তার শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করে সে বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে হবে। কলেজ শিক্ষাকর্মী সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নে সব শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছে পৌঁছাতে আজকের এই কাউন্সিল সভা আমাদের আগামী দিনের পথ দেখাবে।

পর্যালোচনা :- সম্পাদক মন্ডলী

চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন থেকে ২৫ জনের মধ্যে ২২ জনকে নিয়ে সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হয়। সম্পাদক মন্ডলী সভা নিয়মিত করা হয়। উপস্থিতির হার ৫০ থেকে ৫২ শতাংশের বেশি কোন সময় দেখা যায়নি। সম্পাদক মন্ডলীর সভা মূলত কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দূরবর্তী জেলা থেকে সম্পাদক মন্ডলের সদস্যদের সভায় আসার দুর্বলতা আছে । সম্পাদক মন্ডলী সদস্যরা আরেকটু দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করলে রাজ্য সংগঠন আরেকটু শক্তিশালী হতে পারে। রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর বেশিরভাগ সদস্যরাই সভায় উপস্থিতির প্রশ্নে রিপোর্টিং করার প্রয়োজন বোধ করেন না। অনুপস্থিত থাকলে সম্পাদক মন্ডলীর সভায় কি সিদ্ধান্ত হলো , সেই সিদ্ধান্ত জানা এবং তাঁর নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার কোন উদ্যোগ এই সময় পরিলক্ষিত হয়নি। বিশেষ প্রয়োজনে অনলাইনে সভা করা হলেও অনলাইন সভাতেও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে শত চেষ্টা করেও ফুল সম্পাদক মন্ডলী সভা করা যায়নি । ফলে সারা রাজ্যের জেলাগুলির প্রকৃত অবস্থা কোন জায়গা দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য কমিটির অগোচরে থেকে যায় । পাশাপাশিভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সভায় আসার প্রবণতা এই সময়ে দেখা গেছে ফলে কর্মসূচি নির্দিষ্ট করার পরেও পরিবর্তন করতে হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই এটা কখনোই কাম্য না। বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ফাংশানিং করার প্রবণতা সম্পাদক মন্ডলী সদস্যদের না থাকার ফলে জেলা কমিটিগুলি পরিচালনা করা যাচ্ছে না। জেলা কমিটি গুলির ক্রমশই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। সম্পাদক মন্ডলী সদস্যদে সহযোগিতা ছাড়া জেলাগুলিকে শক্তিশালী সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যদের যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন।

পর্যালোচনা :- রাজ্য কমিটির সদস্য

বিগত রাজ্য কাউন্সিল সভায় রাজ্য কমিটির সদস্যদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল, সেটি হল রাজ্য কমিটির সদস্যরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে জেলায় যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত অথবা জেলা কমিটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে জেলা সম্পাদক / সভাপতিদের যে সাহায্য সহযোগিতা করার উচিত সে সাহায্য সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়নি। পর্যালোচনায় উঠিয়ে এসেছিল রাজ্য কমিটির কেন্দ্রীয় ফাংশনে করার ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটির সদস্যদের যে ভূমিকায় রাজ্য কমিটি দেখতে চায় , সেই ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি । বিগত রাজ্য কাউন্সিল সভায় এ বিষয়ে চুলচেরা আলোচনা করার পরও দ্বিতীয় কাউন্সিল সভার মধ্যবর্তী সময়ে তার অগ্রগতি ঘটানো যায়নি। তার

ফলে রাজ্য কমিটির সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা এবং পরবর্তী সভায় সেই বন্টিত দায়িত্ব চেকআপ করা রাজ্য কমিটির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এ বিষয়ে আগামী দিনে রাজ্য কমিটির সদস্যদের আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা অবতীর্ণ না হলে সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের উপর যে আক্রমণ, সেই আক্রমণ প্রতিহত করবার মতো শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। রাজ্য কমিটির সভা মোটামুটি প্রথমদিকে ৫০ - ৫৫ শতাংশের উপস্থিতি থাকলেও পরবর্তীকালে যা যথেষ্ট হতাশা জনক। গত রাজ্য কমিটির সভায় সেই উপস্থিতি আরো কম। আগামী দিনে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে রাজ্য কমিটির পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং গোটা রাজ্যের শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের যে ফাঁক দেখা যাচ্ছে সেই ফাঁক পূরণ করে শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করার ক্ষেত্রে সমস্যা আরো ব্যাপক আকারে দেখা দিবে। আগামী দিনে রাজ্য কমিটির সদস্যদের অফিস মুখী হওয়া এবং কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনের যত্নশীল হতে হবে

পর্যালোচনা :- রাজ্য কাউন্সিল সদস্য

"রাজ্য কাউন্সিল" সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর। সেই স্তরে যে সমস্ত কমরেডরা নির্বাচিত হন তাঁরা

জেলা প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। বিগত রাজ্য সম্মেলন থেকে যাঁরা কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘ লড়াই- আন্দোলন সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা । স্বাভাবিকভাবে রাজ্য কাউন্সিল সদস্য হিসেবে আপনাদের উপস্থিতি সংগঠনকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করবে । কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করছি এই বোধ আমাদের কমরেডদের মধ্যে কিছুটা খামতে দেখা দিচ্ছে । ভাবনা এমনই হয় হচ্ছে যে কাউন্সিল সদস্যদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। এই ভ্রান্তি আমাদের কাটাতে হবে। গোটা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অবস্থা। শিক্ষা কর্মী আন্দোলনকে গতিময় করে তুলতে রাজ্য কাউন্সিল সদস্যদের আরো অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে প্রতিনিয়ত যুক্ত হতে হবে। কলেজগুলোতে শিক্ষা কর্মীদের অবসর গ্রহণের পর যে ব্যাপক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে । স্বল্পসংখ্যক শিক্ষাকর্মী যারা কর্মরত থাকছেন তাদের উপর ব্যাপক বঞ্চনা নেমে আসছে । শিক্ষা কর্মী সংখ্যা কমে গেছে বলে থেমে থাকলে চলবে না কলেজগুলোতে একজন থাকলেও তাদেরকেও আমাদের সংগঠনের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। কলেজ শিক্ষাকর্মীদের সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তাদের অভিহিত করার জন্য তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। তাদের সংগঠিত করতে হবে আন্দোলন মুখী করতে হবে। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী দিনে দুবার আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করবার কাজে আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে। সেটাই হবে আজকেই রাজ্যে কাউন্সিল সভার শপথ।

পর্যালোচনা :- রাজ্য কমিটির দপ্তর

বিগত রাজ্য কাউন্সিল সভা এবং পরবর্তীকালে "বিশেষ অধিবেশনে" সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অফিস পরিচালনার জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজও রাজ্য দপ্তরকে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হলো না। এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিত্রাপের বিষয়। পেশাগত কাজের চাপের কারণে অফিস সাফ কমিটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডরা রাজ্য দপ্তরের সময় দিতে পারছেন না। সপ্তাহে দুইদিন রাজ্য দপ্তর খোলার কথা। বুধ এবং শনি। মাসের পর মাস অফিস বন্ধ থাকে। মিটিং ডাকা হলে অফিস খোলা হয়। অফিস স্বাভাবিক ফাংশন না করার ফলে সার্কুলার করা , জেলাগুলিকে পাঠানো, বিভিন্ন ধরনের চিঠি কমরেডদের কাছে পাঠানো, কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নির্দেশনামা

প্রয়োজনে না পাওয়া। সরকারি দপ্তর গুলিতে সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ না করা । অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়েবসাইট কেন্দ্রীয় ডক্টর থেকে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

অফিসে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা সুযোগ থাকলেও অফিস বন্ধ থাকার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ফলে সংগঠনের সমস্ত কাজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পন্ন করতে হচ্ছে। যার ফলে সময়ের কাজ সময় করা যাচ্ছে না। কিছু ভুল ভ্রান্তি ও দেখা দিচ্ছে । এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে না পারলে রাজ্যস্তরের সংগঠন আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থের অপ্রতুলতা কারণে অফিস কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী থেকে রাজ্য কাউন্সিল সদস্য পর্যন্ত সকল কমরেডদের সহযোগিতার না পেলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার কমরেডরা পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে এই সমস্ত স্থায়ী সমাধান সম্ভব এবং এই কাছে আন্তরিকভাবে এই রাজ্য প্রত্যেকে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। এটাই রাজ্য কমিটি প্রত্যাশা করে।

<u>পর্যালোচনা :- অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষাকর্মী এবং অস্থায়ী কলেজ শিক্ষাকর্মী ।</u>

চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য কমিটির প্রথম সভা থেকেই পেনশানার অ্যাসোসিয়েশন গড়ার তুলার ওপর জোর দেওয়া হয়। সেই মতো করে একটি সাব- কমিটি গঠন করা হয় । সাব কমিটির সদস্যদের কর্মদক্ষতায় এই কঠোর পরিশ্রমে গত ১৪ই মে- ২০২৩ অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষাকর্মী সমিতি, রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। তার পরবর্তীকালে এই সময় পর্যন্ত ১১ টি জেলা কমিটি গঠিতন করা গেছে। আরো ২ জেলা কমিটি গঠন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাকি পাঁচটি জেলায় যাতে সংগঠন গড়ে তোলা যায় সেই দিকে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটিগুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এটা অত্যন্ত সাফল্যের দিক। দেশের সরকার এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিরোধী, শিক্ষা কর্মী বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংঘটিত করতে গেলে আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। সর্বস্তরের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত, সমস্ত অংশের শিক্ষাকর্মীদের সমবেত করে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে হবে। এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবীনদের অভিজ্ঞতা এবং নবীনদের কর্মদক্ষতায় আগামী দিনের আরও বৃহত্তর শিক্ষাকর্মী আন্দোলন সংঘটিত করা সম্ভব হবে । এটা নিছকই একটা আলাদা সংগঠন নয় । আমরা একই নৌকার যাত্রী । এই বোঝাপড়া নিয়েই সংগঠনের সর্বস্ত স্তরে আলোচনা করেই সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এই কাজে যাতে কোনো বাধা না আসে সেদিকে আমাদের নেতৃত্বদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । কিছু কিছু সময় আমাদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কিন্তু বিভ্রান্তির কোন জায়গা নেই। সময়ের দাবীকে মান্যতা দিতে গেলে আমাদের সকলকেই হাতে হাত রেখে চলতে হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের এগোতে পারবো। আশা করি এই ভুল ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে আগামী দিনের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অগ্রসর হব।

গোটা রাজ্যের কলেজ গুলিতে এক দিকে শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা কমছে এবং অপরদিকে দৈনন্দিন কাজের বোঝা বাড়ছে । এইরকম পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সামাল দেবার জন্য অস্থায়ীভাবে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে চলেছে। স্বল্প বেতনে পূর্ণ সময়ে কাজে তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। অথচ তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবি গুলি পূরণের কোন উদ্যোগ অধ্যক্ষরা নিচ্ছেন না। সরকার অস্বীকার করছেন। এই রকমের পরিস্থিতিতে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবি কে জোরদার করা আমাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকে তাই কর্মচারীদের দেশগত দাবি দেয়ার পাশাপাশি অস্থায়ী শিক্ষা কর্মী বন্ধুদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধ কত থাকে। দায়বদ্ধ কথার তাগিদের অস্থায়ী শিক্ষা কর্মী বন্ধুদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুষারই প্রতিরোধ করে তুলতে অস্থায়ী কলেজ শিক্ষাকর্মীদের সংগঠিত করার জন্য গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২২ রাজ্যস্তরে অস্থায়ী কলেজ শিক্ষাকর্মী দের নিয়ে

রাজ্যস্তরের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটিকে কাজ করানো যায়নি। ফলে অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদেব কাছে আমাদের সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিন্ন দেখা দিচ্ছে। অথচ আমরাই প্রথম থেকেই অস্থায়ীদের স্থায়ী করণের বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করে হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠনের প্রতি তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আমাদের উদ্যোগের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

পর্যালোচনা :- পত্রিকা

যেকোনো সংগঠনের মুখপত্র সেই সংগঠন সম্পর্কে সেই সংগঠনের সর্বস্তরের সহকর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ দৃঢ় করে। আমাদের সংগঠনের মুখপত্র "আয়ুধ" পত্রিকা যা অনেক স্বপ্নের গড়, তৎকালীন নেতৃত্ব দের চিন্তা ভাবনার ফসল। এই পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশনা এবং এটাকে আরো সময়োপযোগী আকর্ষণীয় করে তোলা দায়িত্ব আমাদের। সেই দায়বদ্ধ কথা স্মরণ করে ৩০তম সংখ্যা অতিক্রম করে ৩১ তম সংখ্যা আজকেই রাজ্য কাউন্সিল সভায় থেকেই প্রকাশিত হতে চলেছে। এই পত্রিকা আমাদের অনেক গর্বের। একে যেকোনো মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে। দিন দিন এই পত্রিকার প্রকাশনা খরচ অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপন ছাড়া এর প্রকাশনা করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই প্রত্যেকটি জেলা কমিটি ধারাবাহিকভাবে সাধ্যমত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না করলে, আগামী দিনে পত্রিকা প্রকাশনা ধারাবাহিক করা সম্ভবপর হবে না। ধারাবাহিক প্রকাশনা করতে গিয়ে জেনারেল ফান্ড এর উপর আর্থিক বোঝা দিন দিন বাড়ছে এই সময়ের মধ্যে আরও ১৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রেসে ধার হয়ে গেছে। কিভাবে এই ধার পরিশোধ করা যায় সে দিকে এডিটোরিয়াল বোর্ড কে পরিকল্পনা করতে হবে। পাশাপাশিভাবে লেখা সংগ্রহ, প্রুফ দেখা, হিসাব-নিকাশের রাখার বিষয়ে বেশি যত্নশীল হতে হবে। মুদ্রণ প্রকাশনায় ত্রুটি ধারাবাহিকভাবে থেকে যাওয়ায় পাঠকের কাছে যথেষ্টই নিন্দার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে দুর্বলতা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। পত্রিকা প্রকাশনায় পত্রিকার সাব কমিটির সদস্যরা সাহায্য করছেন না এটা বলতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। একজন দুজনের প্রচেষ্টাতেই এই প্রকাশ করতে গিয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে।

প্রসঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া :-

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে খুব ই গুরুত্বপূর্ণ। সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য দপ্তরকে ঢেলে সাজাবার উদ্দেশ্যে, সংগঠনের নিজস্ব অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের সাহায্যে রাজ্য দপ্তরকে তথ্য নির্ভরশীল করে তোলা যেত । যদি প্রতিটি জেলা কমিটির একটু সহযোগিতা করতেন। বারংবার সাহায্য চাওয়া সত্ত্বেও একটি -দুটি জেলা কমিটি ছাড়া বাকি জেলা কমিটি গুলি , এই কাজে সাহায্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না। ফলে সারা রাজ্যের কলেজ শিক্ষাকর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা, তাদের মধ্যে আমাদের সংগঠনের সদস্য সংখ্যা, অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় কোন সঠিক তথ্য আমাদের কাছে নেই। এটা অত্যন্তই দুর্ভাগ্যজনক ।

দীর্ঘ ৪০ দশকের বেশি সময় ধরে সারা রাজ্যের একমাত্র বৃহত্তম শিক্ষাকর্মী সংগঠন তাদের কাছে প্রকৃত চিত্র নেই। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন সংগঠনের অভ্যন্তরের চাহিদা ছিল সংগঠনে নিজস্ব ওয়েবসাইট । গত প্রথম রাজ্য কাউন্সিল সভায় ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। রাজ্য দপ্তর থেকে বারে বারে আবেদন করা হয়েছিল এই ওয়েবসাইটের গুণগতমান উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মতামত দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই ওয়েবসাইট সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মতামত আজও পর্যন্ত রাজ্যের কমিটির নজরে আসেনি। তারও আগে সংগঠনের ফেসবুক পেজ একটা গুরুত্বপূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম। যে প্লাটফর্মকে হাতিয়ার করে সংগঠনের ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করা যেত। দ্রুতই ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য শিক্ষাকর্মীদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যেত এবং কমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে মতামত গ্রহণ করা যেত। কিন্তু সেই কাজে আমরা উৎসাহ দেখাচ্ছি না। এটা অত্যন্ত

আক্ষেপের বিষয়। সংগঠনের দুটি whatsapp গ্রুপ রয়েছে। একটি সাংগঠনিক নিজস্ব কর্মসূচি, পেশাগত সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং অপরটি স্বাধীনভাবে যে কোন বিষয় পোস্ট করার জন্য। কিন্তু কমরেডরা সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপেক্ষা করছেন এবং নিজেদের মতো করে দুটো গ্রুপেই একই পোস্ট করে দিচ্ছে । বাধ্য হয়ে এডমিনকে তার দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা হচ্ছে । একটি গ্রুপকে এর রেস্ট্রিক্টেড করা হলো। সোশ্যাল মিডিয়ার হ্যান্ডেলিং করার ক্ষেত্রে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে। whatsapp গ্রুপ বিতর্ক তৈরি করার জন্য নয়। বিতর্কিত প্রশ্ন দেখা দিলে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ বিষয়টা আমরা ভুলে গিয়ে সরাসরি বিতর্কিত মতামত গ্রুপে পোস্ট করে দেওয়ার প্রবণতাও ইদানিং দেখা যাচ্ছে। যা সংগঠনের সুস্থতা লক্ষণ নয়।

আগামী দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার সুস্থ প্রয়োগ ও প্রসার এর ধরণ প্রকৃত বিষয় সোশ্যাল মিডিয়া সাব কমিটিকে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

সংশোধনী প্রস্তাব :-

দ্বিতীয় রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে কয়েকটি বিষয় সংশোধনী আকারে প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে।

১) গঠনতন্ত্রের সদস্য চাঁদা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতি মাসে সদস্য চাঁদা দেওয়া এবং তিন মাস ধারাবাহিক চাঁদা না দিলে সদস্য পদ খারিজ করে দেওয়ার যে বিধি ব্যবস্থা আছে, সেই বিধি সরলীকরণ করে , মাসিক চাঁদা অপরিবর্তিত রেখে বাৎসরিক চাঁদা নেওয়া যেতে পারে।

২) গঠনতন্ত্রে অ্যাফিলিয়েশন সংক্রান্ত বিষয় কোন উল্লেখ নেই। বর্তমান সময়ে যদি কোন সংগঠন আমাদের সংগঠনের অ্যাফিলিয়েশন নিতে চায় সে ক্ষেত্রে এই বিধি যুক্ত করার প্রস্তাব কাউন্সিল সভায় আলোচনার উদ্দেশ্যে উত্থাপন করা হলো।

৩) গঠনতন্ত্রের কলেজ ভিত্তিক ইউনিট কমিটির উল্লেখ আছে। বর্তমানে বাস্তব পরিস্থিতি নিরিখে যেহেতু শিক্ষাকর্মী সংখ্যা ক্রমেই কমছে, তাই একাধিক কলেজ শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত করে ইউনিট কমিটির পুনর্গঠন করার বোঝাপড়া যা আসানসোল "বিশেষ অধিবেশনে" গ্রহণ করা হয়েছিল তা চূড়ান্ত রূপ পেতে রাজ্য কাউন্সিল সভার অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হলো।

৪) সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংগঠনের সংবিধান পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে!

এই কাজে প্রাক্তন নেতৃত্বদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

কমিটি গঠনের প্রস্তাব:-

১) চার জন প্রাক্তন নেতৃত্ব

২) চার জন বর্তমান নেতৃত্ব

৩) এক জন বিশেষজ্ঞ।

আন্দোলন সংগ্রাম :-

কলেজ শিক্ষাকর্মীদের প্রতি ধারাবাহিক রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলনকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলতে আগামী এপ্রিল মাসে (দিন এবং সময় পরে জানানো হবে) বিকাশ ভবনের সামনে সমাবেশ না "অবস্থান কর্মসূচি" তা ঠিক করতে হবে। এই অবস্থান কর্মসূচি একদিনের পরিবর্তে দুই দিনব্যাপী করা যায় প্রস্তাব উত্থাপন করছি। এ বিষয়ে আপনাদের সকলের মতামত পেলে তা চূড়ান্ত আকারের গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে।

অবস্থান কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে এখন থেকেই জেলায় জেলায় তার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রতিটি জেলা কমিটিকে জেলার অবস্থানে নিরিখে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

সম্মেলন সংক্রান্ত

রাজ্য সম্মেলনের আগে এটাই শেষ কাউন্সিল সভা। এই কাউন্সিল সভা থেকেই সংগঠনের ইউনিট স্তর থেকে জেলা কমিটির স্তর পর্যন্ত সম্মেলন গুলি সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। রাজ্য কাউন্সিল সভা থেকে ফিরে গিয়ে প্রতিটি জেলা কমিটি গুলিকে ইউনিট সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে । কোন ইউনিট কমিটির কবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার সম্পূর্ণ বিবরণ রাজ্য দপ্তরে আগাম পাঠিয়ে দিতে হবে। আগামী **আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস,** দীর্ঘ তিন মাস ব্যাপী ইউনিট কমিটির সম্মেলন গুলি সম্পন্ন করতে হবে।

নভেম্বর থেকে জানুয়ারি ২০২৬ এই তিন মাস ব্যাপী উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে জেলা সম্মেলন সম্পূর্ণ করতে হবে।

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি- মার্চ এই তিন মাস ব্যাপী দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলাগুলিকে জেলা সম্মেলন শেষ করতে হবে। ইউনিট কমিটি এবং জেলা কমিটির সম্মেলন সমাপ্তির পর রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সংগঠনের স্বার্থে আগামী দিনে করণীয় কাজ

১) কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাজকর্মের গতি আনতে এবং অফিসকে আধুনিকীকরণ , ও সচল করতে অফিস-উপসমিতির কে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

২) অফিসের সঙ্গে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

৩) কাউন্সিল সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্যদেরও অফিসে না আসার দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে।

৪) রাজ্য কমিটির সভা গুলিতে রাজ্য কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫); রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত সার্কুলার আকারে প্রকাশিত হয় । উক্ত সার্কুলার নিয়ে জেলা কমিটির সভা এবং পরবর্তীকালে ইউনিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে।

এই প্রশ্নে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্যদের অধিকতর গুরুত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

৬) জেলা কমিটিগুলির সভা সভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী সদস্যদের সহিত যোগাযোগ করতে হবে।

৭) রাজ্য কাউন্সিল সদস্যরা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব , স্বাভাবিক ভাবে জেলার কমিটি এবং ইউনিট কমিটিগুলির নেতৃত্ব হিসেবে আগামী দিনে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনায় অংশ নিতে হবে।

৮) সব অংশের কলেজ শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনের পতাকা তলে আনতে নিরন্তন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৯) বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় উপ সমিটি গুলিকে নিয়মিত সভা করা এবং কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে

১০) প্রতিটা জেলায় ক্যাজুয়াল কলেজ শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রস্তুত করে , জেলার স্তরে ক্যাজুয়াল সাব- কমিটি গঠন করত হবে ।

১১) প্রতিটি জেলায় অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষা কর্মীদের সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১২) নিয়মিত আয়ুত পত্রিকা সুষ্ঠু প্রকাশনার উপর এডিটোরিয়াল বোর্ডকে আরো যত্নশীল হতে হবে

১৩) জেলা এবং রাজ্যের ফান্ড শক্তিশালী করতে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে

১৪) অমীমাংসিত দাবিয়ে আদায় লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত ইউনিট জেলা ও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রচার আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে।

১৫) কলেজ শিক্ষা কর্মীদের ন্যায় সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী রাজ্য কমিটির উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি ডাক দেয়া হয়েছে । এই কর্মসূচিকে এই সময়ে ব্যাপক এবং সর্বাত্মক কর্মসূচির রূপান্তরিত করতে এখন থেকেই জেলা এবং ইউনিট কমিটিগুলিকে এখন থেকে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

১৬) রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সভায় যাতে দূরবর্তী জেলাগুলিতে অবস্থানরত সম্পাদকমণ্ডলী সদস্যরা উপস্থিত থাকতে পারেন। তার জন্য যে সমস্ত ইন্সট্রুমেন্টের প্রয়োজন রাজ্য কমিটির আর্থিক অপ্রতুল্যতার জন্য, সেগুলি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না । এ বিষয়ে জেলা কমিটি গুলি যদি কিছুটা আর্থিক দায় দায়িত্ব নেন , তাহলে রাজ্য দপ্তরকে ডিজিটালাইজড করা সম্ভবপর হবে আনা সম্ভবপর হবে।

অমীমাংসিত দাবি গুলি নিয়ে প্রচার আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে।

১) সমস্ত শূন্য পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করতে হবে।

২) গ্রুপ ডি থেকে গ্রুপ সির প্রোমোশনের ক্ষেত্রে সরলীকরণ করতে হবে।

৩) অস্থায়ী কলেজ শিক্ষাকমীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে । যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকর করতে সম কাজে সমবেতন এবং অস্থায়ী কর্মীদের সরকারি মেমোরেন্ডাম 3999 F(p2) কার্যকর করতে হবে।

৪) বকেয়া সহ ৩৬% মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

৫) ল্যাব attended এর উচ্চতর বেতনক্রম চালু করতে হবে।

৬) কলেজের প্রধান করণিক দের সরকারের প্রধান করণিকদের মতো বেতন প্রদান করতে হবে।

৭) কলেজ শিক্ষাকর্মীদের স্টেট হেলথ স্কিমের আওতায় আনতে হবে ।

৮) মৃত পোষ্যের সন্তানের চাকরিতে সুনিশ্চিত করতে হবে।

হবে।

অভিনন্দন সহ
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়ন
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি